দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 AUG 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বিসিএস পরীক্ষা

টেকনিক্যাল ক্যাডারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না

কবিতা ঃ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেন, 'বিসিএস পরীক্ষার নিজস্ব ক্যাডারের পদগুলিতে যোগ দিতে অনাগ্রহী হওয়ায় বর্তমান মেডিক্যাল, ইঞ্জিনীয়ারিংসহ বিভিন্ন টেকনিক্যাল ও প্রফেশনাল ক্যাডারে শূন্যপদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বাৎসরিক প্রতিবেদন '১৯৯৪ সাল' এ উল্লেখ রয়েছে যে বিভিন্ন সালের বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণকৃত সাধারণ ক্যাডারের পদগুলিতে চিকিৎসক, প্রকৌশলী এবং কৃষিবিদদের নিয়োগের হার তাদের নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে বেড়ে চলেছে।

নবম বিসিএস পরীক্ষায় চাকরির জন্য সুপারিশকৃত কারিগরি ডিগ্রীপ্রাপ্ত মোট ৭০০ জন প্রার্থীর মধ্যে তারা সেখানে শতকরা নয়ভাগ প্রার্থী রয়েছেন। ত্রয়োদশ বিসিএস পরীক্ষায় সেখানে শতকরা পনের ভাগ প্রার্থী সাধারণ ক্যাডারপ্রাপ্ত হন। প্রতিবছরই কারিগরি ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সাধারণ ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম প্রদানের প্রবণতা বেড়ে চলেছে। কারণ নবম বিসিএস পরীক্ষায় চাকরির জন্য সুপারিশকৃত ৩,৭০৭ জন কারিগরি ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রার্থী সাধারণ ক্যাডারের বিভিন্ন পদের জন্য প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পছন্দক্রম প্রদান করেন যথাক্রমে ১৫০, ১৫৩, ১৩৯, ১৪৩ ও ১৪২ জন প্রার্থী। অন্যদিকে ত্রয়োদশ বিসিএস পরীক্ষায় চাকরির জন্য সুপারিশকৃত কারিগরি ডিগ্রীপ্রাপ্ত ৬৭৫ জন প্রার্থীর মধ্যে সাধারণ ক্যাডারের বিভিন্ন পদের জন্য প্রথম, দ্বিতীয়,

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ## টেকনিক্যাল ক্যাডারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পছন্দক্রম প্রদান করেন যথাক্রমে ৩৫০ জন, ৩১৪ জন, ২৯৫ জন, ২৯৬ জন ও ২৮৬ জন প্রার্থী।

এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়াও বিসিএস চাকরির ক্ষেত্রে কলা, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে প্রার্থীদের মধ্যে সিলেবাসের কারণে রেজাল্টে অনেক তারতম্য দেখা যায়। এই অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য পরীক্ষার পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিসিএস-এর রেজাল্টে দেখা যায় কলা অনুষদের চেয়ে বিজ্ঞান ও কারিগরি অনুষদের প্রার্থীরা বিসিএস সাধারণ পরীক্ষায় বেশী ভাল রেজাল্ট করছে। এর কারণ হচ্ছে পরীক্ষার সিলেবাস। কলা অনুষদের একজন ছাত্র ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলিতে খুব ভাল পরীক্ষা দিয়ে শতকরা ষাট ভাগ নম্বর পেতে পারে। অন্যদিকে একজন বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্র বিভিন্ন গাণিতিক বিষয়ে শতকরা একশ ভাগ নম্বর পেয়ে থাকে। যা কলা অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি। এছাড়া ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের এই বিপরীতমুখী সমন্বয় প্রতিযোগিতায় বৈষম্য সৃষ্টি করছে। এমনকি ইঞ্জিনীয়ারিং এবং ডাক্তারী পাস করেও ছেলেমেয়েরা বিসিএস পররাষ্ট্র ও প্রশাসনে চাকরি নিচ্ছে।

নবম, দশম, একাদশ ও ত্রয়োদশ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ ক্যাডারের পদের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত বিষয় ও অনুষদভিত্তিক প্রাপ্ত ডিগ্রী ও ক্যাডারভিত্তিক প্রাপ্ত চাকরির বিবরণ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের বাৎসরিক প্রতিবেদন '১৯৯৪ সাল'-এর সারণী ১১.৫ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সে সুপারিশকৃত মোট পদের প্রায় শতকরা ৪৩ ভাগ পদ কৃষি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের প্রার্থীরা পেয়েছেন। এর মধ্যে কৃষি ও প্রকৌশল শতকরা ২৩ ভাগ এবং বিজ্ঞান অনুষদ পেয়েছে শতকরা ২০ ভাগ। অন্যদিকে কলা ও বাণিজ্য অনুষদের প্রার্থীরা যথাক্রমে পেয়েছেন শতকরা ৩২ ভাগ ও শতকরা ১৬ ভাগ।

বার্ষিক প্রতিবেদনে আরো দেখা যায় নবম, দশম, একাদশ, ত্রয়োদশ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণকৃত পররাষ্ট্র ক্যাডারের সর্বমোট ৩৬টি পদের মধ্যে প্রকৌশল শাস্ত্রের ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রার্থিগণ সর্বোচ্চ নয়টি পদ পান। এরপর চিকিৎসা, ইংরেজী, কৃষি শাস্ত্রের প্রার্থীরা এবং কলা অনুষদের স্নাতক পাস ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রার্থীরা তিনটি করে পদ পান। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান, লোক প্রশাসন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের প্রার্থীরা দুইটি করে পদপ্রাপ্ত হন। একটি করে পদ পান হিসাব বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মার্কেটিং, আইন ও ফিন্যান্স বিষয়ের ছেলেমেয়েরা।

পঞ্চদশ সাধারণ বিসিএস পরীক্ষাতেও বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রছাত্রীরাই সর্বোচ্চ পদ পেয়েছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। কলা অনুষদ থেকে পেয়েছে সর্বমোট ৮৩টি পদ, বিজ্ঞান অনুষদ থেকে ১০৫টি পদ, বাণিজ্য অনুষদ থেকে ২৬টি পদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ থেকে ৯৭টি পদ, চিকিৎসা ক্যাডারে ৩৩০টি পদ, প্রকৌশল ক্যাডারে ১১০টি পদ এবং কৃষি থেকে ৬৩টি পদ।

কিভাবে এই বৈষম্য দূর করা যায় এ বিষয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেন, 'বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের বিসিএস ক্যাডারে নিয়োগের ক্ষেত্রে কিভাবে বৈষম্য দূর করা যায় এ নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এ বিষয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে। কমিটিই নির্ধারণ করবে সিলেবাস কি হওয়া উচিত এবং কিভাবে সিলেবাসটা আরো বেশী কার্যকর করা যায়।'

চেয়ারম্যান বলেন, 'এছাড়াও বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে দু'টি রচনার সমন্বয়ে ১০০ নম্বরের ওপর একটি বিষয়ের কথাও চিন্তা করা হয়েছে। ৫০ নম্বরের মানসম্পন্ন দু'টি রচনাতেই ১০০ নম্বর থাকবে। এর মাধ্যমে প্রার্থীদের বাংলা ও ইংরেজী ভাষা সম্পর্কিত বাস্তব জ্ঞান আরও বেশী মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

এ বিষয়ে কলা অনুষদের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী জানান, 'বিসিএস পরীক্ষায় আমরা তো অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছি। বিজ্ঞানে যেখানে শতকরা ৯০/৯৫ ভাগ নম্বর পাওয়া যায় সেখানে সমমেধাসম্পন্ন হয়েও কলা অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের খুব ভাল পরীক্ষা দিয়ে শতকরা ৬০ ভাগ নম্বর তুলতেও প্রাণপাত করতে হচ্ছে।